ISSN : 0976-9463
Issue 26, Vol. 41
January - March 2021

তবু একলব্য

বিশেষ সংখ্যা

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য

Approved Peer-Reviewed Research Journal on Arts and Humanities

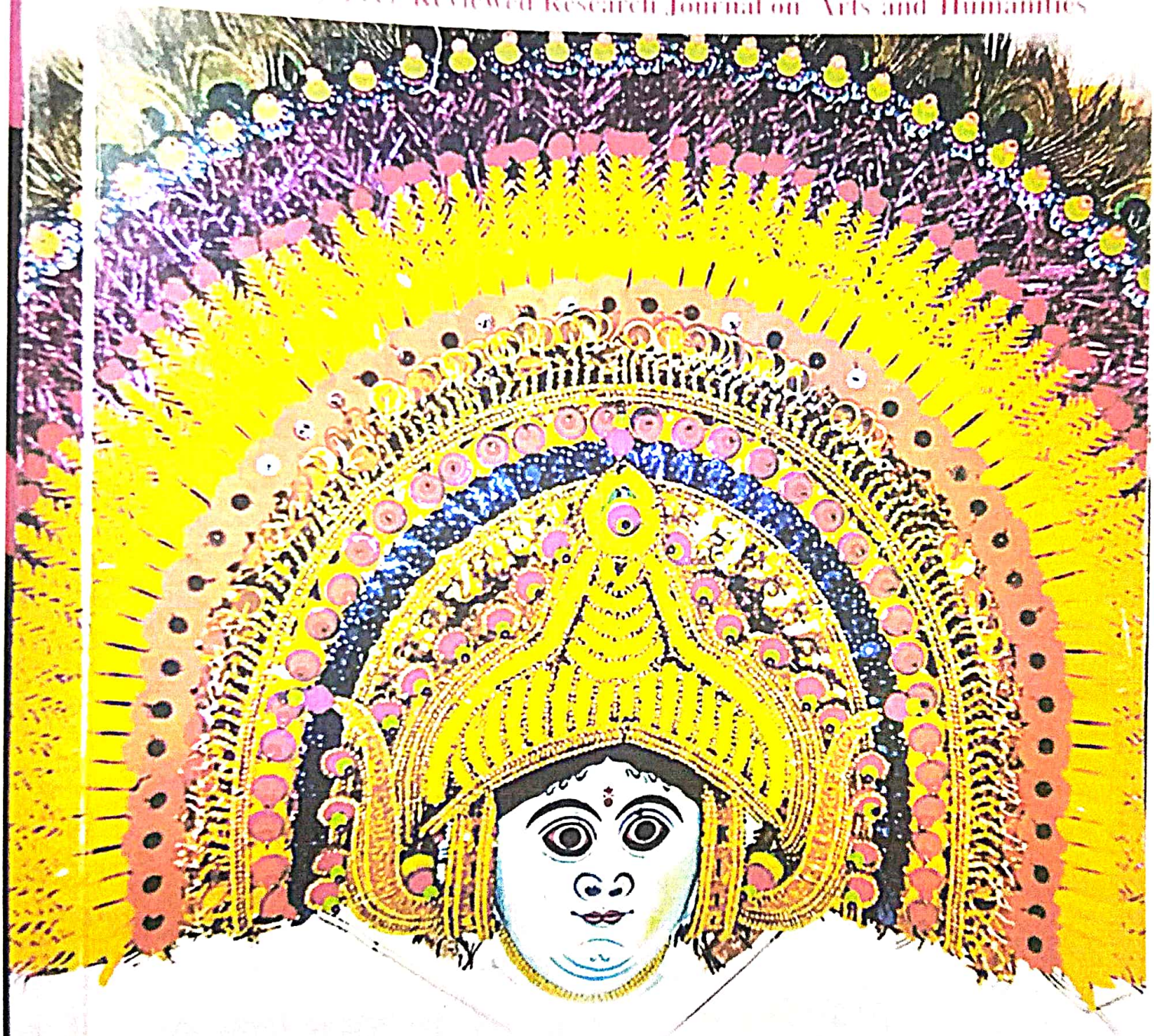

সম্পাদনায়

দীপঙ্কর মল্লিক • দেবারতি মল্লিক

দি গৌরী কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

৪১

TABU EKOLABYA
ISSN 0976-9463
তবু একলব্য

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
২৬ বর্ষ • ৪১ সংখ্যা • ২০২১

TABU EKALABYA

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed)
Research Journal on Arts & Humanities

UGC-CARE LISTED JOURNAL, SL. NO. 16

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য
বিশেষ সংখ্যা

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন
সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

TABU EKALAVYA

UGC Approved International Peer-Reviewed (Refereed) Research Journal on Arts & Humanities

ISSUE 26, Vol. 41 • October - December, 2020

2nd Edn. : May 2021

ISSN : 0976-9463

প্রথম প্রকাশ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০

দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫ বৈশাখ/৯ মে ২০২১

TABU EKALAVYA

Chief Advisor	:	Swami Shastrajnananda
		Selina Hossin
		Ramkumar Mukhopadhyay
		Soma Bandyopadhyay
		Sadhan Chattopadhyay
President	:	Biplab Majee
Vice-President	:	Tapan Mandal
Executive Editor	:	Sushil Saha
Editor	:	Debarati Mallik
Joint Editor	:	Tapas Pal
Editor-in-Chief	:	Dipankar Mallik
e-mail	:	tobuekalabya@gmail.com / tabuekalavya@gmail.com
Website	:	www.tabuekalabya.in
facebook	:	তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
গ্রুপ	:	তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৪০০ টাকা

শাশুড়ি-বধূ সম্পর্কিত লোক প্রবাদ : প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা
বুবুল শর্মা ১৪৩

● বারোমাস্যা

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বারোমাস্যা : লোকায়ত জীবন প্রসঙ্গে
পবিত্র বিশ্বাস ১৫১

● লোককথা

'ফর্মুলা টেল' বা সূত্রমূলক লোককথা : একটি গঠনগত সমীক্ষা
সুদীপ্ত চৌধুরী ১৫৭

লোককথা, মিথকথা ও সাহিত্যে তারকেশ্বর মন্দির-প্রতিষ্ঠা কাল নির্ণয়
সৌমেন মণ্ডল ১৬৩

মন্দির 'মিথ', লোককথা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি : তারকেশ্বর ১৭১
জয়দীপ ঘোষ

লোককথায় নারী : লোকজ জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ১৭৮
শামস আলদীন

মুর্শিদাবাদের সংগৃহীত লোককথা : বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন ১৯০
জুনেজার ইসলাম

● রূপকথা

রূপকথায় চেনা মানুষদের জানা মানসিকতার খোঁজ ১৯৩
দিতিপ্রিয়া দাশগুপ্ত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'ক্ষীরের পুতুল'—একটি লোকায়ত রূপকথা ২০২
পিউ চক্রবর্তী

বাংলা কথাসাহিত্যে রূপকথা : নির্বাচিত ছোটোগল্প অবলম্বনে কিছু কথা ২০৯
দেবলীনা চৌধুরী

● লোকসংগীত

□ টুসু ২১৩

টুসু গান ও নারী
মধুমিতা সরকার

□ ভাদু ২২৩

ভাদুগান : উদ্ভব ও বিবর্তন
অমিত মণ্ডল

□ গম্ভীরা ২২৫

মালদা জেলার গম্ভীরা চর্চা
রোকেয়া পারভীন ২২৯

মালদহের গম্ভীরা এবং স্বদেশি আন্দোলন
সমিত সাহা

□ পটসংগীত ২৩৩

বীরভূমের পটুয়া, পটশিল্প ও পটসংগীত : একটি সমীক্ষা
সেখ একরামুল হোসেন

মুর্শিদাবাদের সংগৃহীত লোককথা : বিষয়ভাবনার বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন

জুনেজার ইসলাম

পল্লির নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর শ্রুতি পরম্পরায় মুখনিঃসৃত সাহিত্য সৃষ্টি হলো 'লোকসাহিত্য', যা কোনও এক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়; আমজনতার স্মৃতিবাহিত পরম্পরাগত ঐতিহ্যের ফসল। এই মৌখিক ধারাটির সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডার হলো 'লোককথা'। ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদার তাঁর 'লোককথার ঐতিহ্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"পৃথিবীর প্রাচীন কাব্যগুলির প্রত্যেকটিরই আদি উৎস হলো লোককাহিনি।"[১] বহুচর্চিত প্রাচীন এই 'লোককথা'র প্রতিশব্দ নিয়ে পণ্ডিতমহলে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—ড. ময়হারুল ইসলামের মতে—'লোকগল্প' বা 'লোককাহিনি', মহম্মদ আব্দুল হাফিজের মতে—'লোককাহিনি', ড. আশুতোষ, ভট্টাচার্যের মতে—'লোককথা' বা সংক্ষেপে 'কথা', ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মতে—'লোককথা' বা 'লোককাহিনি', ড. এনামুল হকের মতে—'লোককথা' প্রভৃতি। এখানেও লোকসংস্কৃতির মতো 'FOLK'-এর বাংলা অর্থ 'লোক'কে অপরিবর্তিত রেখে TALE-এর অর্থের সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। তবে পরিবর্তন যাইহোক না কেন, 'FOLK TALE'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোককথা' যে সর্বাধিক প্রচারিত ও প্রচলিত, একথা অস্বীকার করার কোনো কারণ দেখি না। আব্দুল খালেক তাঁর 'ফোকটেল : বঙ্গীয় প্রতিশব্দ : উদ্ভব ইতিহাস' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

> বরং লিখিত কথাসাহিত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমরা বাংলা কথাসাহিত্যের মৌখিক ধারার নাম দিতে পারি 'লোককথা'। বস্তুত বাংলা লোককথা ইংরেজি ফোক্‌টেলের সার্থক প্রতিশব্দ বলে ধরে নেওয়া যায়।[২]

এখন প্রশ্ন হলো, 'লোককথা' বলতে আমরা কী বুঝি? এখানে 'লোক' শব্দটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলেই আমরা লোককথা'র মোটামুটি একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারব। 'লোক' বলতে আমরা মূলত পল্লির সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর মানুষদের বুঝি, যারা একইরকম ভৌগোলিক পরিবেশে বসবাস করে। এই গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষদের আজন্ম লালিত যে মুখনিঃসৃত গল্প, তাকেই 'লোককথা' বলে চিহ্নিত করতে পারি। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'লোককথা'র এমনই সংজ্ঞার কথা বলেছেন। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ' গ্রন্থে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. ওয়াকিল আহমেদ লোককথার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন—"পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বা লোককাহিনি (FOLK TALE) বলা হয়।"[৩]

ইউরোপীয়দের উৎসাহে এদেশের 'লোককথা' সংগ্রহ অবশ্য শুরু হয়েছিল উনিশ শতকেই।

বাংলা 'লোককথা' সংগ্রহে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন উইলিয়াম কেরি (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.) তাঁর অন্যতম 'লোককথা' সংকলন গ্রন্থ হলো 'ইতিহাস মালা' (১৮১২ খ্রি.)। একই বছর জার্মান থেকে দুই ভাই জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রীম (১৭৮৫-১৮৬৩ খ্রি.) ও উইলহেল্ম কার্ল গ্রীম (১৭৮৬-১৮৫৯ খ্রি.) জার্মান ভাষায় লোককথার অমর গ্রন্থ 'Kinderund Haus Marchen' (ইংরেজিতে 'Grimm's Fairy Tale') প্রকাশ করেন। তবে একথা সত্য যে, রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র Folktales of Bengal' (১৮৮৩ খ্রি.) প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা 'লোককথা'র ঐশ্বর্য বাঙালির গোচরে আসে। এরপর আস্তে আস্তে বাংলা সংগৃহীত বাংলা 'লোককথাগুলি' গুণিজনদের দ্বারা প্রকাশিত হতে থাকে। উল্লেখযোগ্য লোককাহিনি বিষয়ক গ্রন্থগুলি হলো—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রি.) 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), 'ঠাকুরদার ঝুলি' (১৯১০), 'দাদামশাইয়ের থলে', ঠানদিদির থলে' (১৯১১) প্রভৃতি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ আরও দুখানি গ্রন্থ হলো—উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' (১৯১০) এবং আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১৯৫৪) চতুর্থ অধ্যায় 'কথা'। সাম্প্রতিককালে 'লোককথা'র সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে। যেমন—মহাশ্বেতা দেবীর 'ভারতের লোককথা' (১৯৯৮), প্রবীর সরকারের 'রাঙা মাটির লোককথা পুরুলিয়া' (২০১২), মন্টু বিশ্বাসের 'সুন্দরবনের লোককথা' (২০১২), সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'লোককথার বর্ণমালা' (২০১৪) প্রভৃতি।

মুর্শিদাবাদের সংগৃহীত 'লোককথা'র মূল্যায়নই বর্তমান আলোচনার মূল অভিপ্রায়। মুর্শিদাবাদ অতিপ্রাচীন জনপদ এবং স্বনামেই পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে পরিচিত। এই জেলাকে প্রায় সমানভাগে বিভক্ত করেছে ভাগীরথী নদী। জেলার পূর্বে বাগড়ী, পশ্চিমে রাঢ়। রাঢ়ে হিন্দু আদিবাসীর সংখ্যা বেশি এবং বাগড়ীতে মুসলিমদের প্রাধান্য। মোট জনসংখ্যার ৮৭½ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। ছোটো বড়ো নদীবিধৌত এই জেলা আজও কৃষিনির্ভর। আর এই কৃষিনির্ভর মুর্শিদাবাদের পল্লিসমাজই হলো 'লোককথা'র আঁতুড় ঘর।

□ **লোককথায় শ্রেণিবৈষম্য :** বাংলা 'লোককথা'য় বহুবিচিত্র জীবনবোধের রূপ লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে অন্যতম রূপ হলো শ্রেণিবৈষম্য। দুর্বলের প্রতি সবলের শোষণ-অত্যাচার-অবিচারের মর্মস্পর্শী আলেখ্য বাংলা তথা সারা বিশ্বব্যাপী অসংখ্য 'লোককথা'য় মূর্ত হয়ে উঠেছে। গল্পকথক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে লোকগল্পগুলিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যা সত্যিই বেদনাদায়ক শ্রেণিবৈষম্যের এক আশ্চর্য দলিল। মুর্শিদাবাদের 'লোককথা'-তে এই ধরনের শ্রেণিবৈষম্যের চিত্র লক্ষণীয়। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে সংগৃহীত একটি 'লোককথা' আমাদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে। কাহিনিটি গল্পকথকের উপস্থাপনায় নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়—এক বিলে বাস করত একটি ছোট্ট মাছ। সেই বিলের আশেপাশেই বাস করত এক মস্ত বড়ো মাছরাঙা। তার এই মাছটিকে গিলে খাওয়ার খুব ইচ্ছা হলো। তাই সবসময় সে সুযোগ খুঁজতো। একদিন মাছটি জলের উপর চড়তে এসেছিল। সুযোগ বুঝে মাছরাঙা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে মাছরাঙার মুখ থেকে মাছটি ফসকে গিয়ে ঝপাৎ করে এক নদীর ধারে পড়ল। এই নদীর ধারে মোষের পায়ের দাগের গর্তে কিছুটা জল জমে ছিল। সেখানেই মাছটি পড়ল লুকিয়ে। মাছরাঙা তাকে খুঁজে না পেয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

এক বামুন ঠাকুর নদীতে স্নান করতে এসে এই মাছটিকে দেখতে পেল। সে মাছটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে তার বউকে কেটে রান্না করতে বলল। বামুন ঠাকুরের বউ স্বামীর আদেশে মাছটিকে ছাই মাখিয়ে পাখনাগুলো কাটতে যাবে এমনসময় একটি চিল মাছটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু চিলও তার মুখে বেশিক্ষণ রাখতে পারল না। মাছটি মুখ থেকে ফসকে একটি পুকুরের ধারে গিয়ে পড়ল। এই পুকুরের পাশেই বাস করত এক কাক ও এক কোলাব্যাঙ। মাছটিকে তারা দুজনেই লক্ষ করছিল। কাক তাকে জিজ্ঞাসা করল—"ও মাছ ভাই, এখানে তুমি এলে কীভাবে?" এই কথার উত্তরে ভয়ে ভয়ে কাক ও ব্যাঙের প্রশংসা করে মাছটি বলল—"কাক করলা পাখি।/মুখখানা দেখি চন্দ্রমুখী॥/রাজার তুল্য কোলাব্যাঙ।/ঠাকুরুনের হাতে ফসকালো ঠ্যাং॥/ছায়ে কান-নাককাটা।/ত্রিভুবন দেখালো চিল বেটা॥"

একথা বলে মাছটি পুকুরের জলে গিয়ে পড়ল, যেখানে ছিল এক বিরাট সর্দার। তিনি এখানে আসার কারণ জানতে চাইলে মাছটি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে। বর্ণনা শুনে সর্দারের মায়া হলো বটে, কিন্তু তার জায়গা হলো জলের একেবারে তলায়। সেখানেই সুখে-দুখে দিন কাটতে লাগল। (গল্পকথক—আব্দুল আহাদ, সংগ্রহ স্থান : পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ)

ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে বিচার করলে দেখা যায় লোককথাটির মধ্যে শোষণের চিত্র রয়েছে। মাছ এখানে দুর্বল নিম্নবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। মাছরাঙা, বামুন ঠাকুর, কাক, চিল, কোলাব্যাঙ ও মাছের সর্দার সবল-শক্তিশালী উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। শোষকশ্রেণির হাত থেকে শোষিত শেণির বাঁচার লড়াই যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। মাছের মধ্যে সেই লড়াইয়ের ছবিই দেখা যায়। এ যেন সামন্ত প্রভুদের জাঁতাকলে প্রজাদের ধরা পড়ার গোপন ইতিহাস। এখানেই স্মরণে আসে মার্কসের শ্রেণিসংগ্রামের কথা। অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে বাঁচার জন্যে অত্যাচারিতরা কীভাবে তোষামোদ করতে বাধ্য হতো তার ইঙ্গিত এই গল্পে আছে। তাই কুৎসিত কাক ও কোলাব্যাঙ এখানে মাছের বর্ণনায় হয়ে উঠেছে চন্দ্রমুখী ও রাজা। শেষ অবধি সর্দারের নির্দেশে জলের তলায় মাছের থেকে যাওয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের বিষয়টিকেই চিত্রিত করে।

সমাজের এসব শোষণের কাহিনি গল্পকথকেরা কখনও রূপকের আশ্রয়ে, কখনও সরাসরি শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স' গ্রন্থে ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদারের মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ—

> লোকসমাজে আবহ্য আলো-আধারে বসে গ্রামীণ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে কিংবা উৎসবে গানের কলির সুরে তাদের মনের ভাব সহজে প্রকাশ করেছে। এগুলি শুধুই আনন্দে প্রকাশ নয়।... যুগ যুগ ধরে অত্যাচারের জোয়াল বইতে তারা বাধ্য হলেও এই শোষণের হৃদয়ফাটা যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে লোকসাহিত্যে, বিশেষ করে লোককথা ও লোকসংগীতে।'

ইতালির মার্কসবাদী দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামশি 'কারাগারের নোটবই' (Prisoner's Notebook) গ্রন্থে শ্রমিকশ্রেণি (Proletariet) ও মালিকশ্রেণি বা বুর্জোয়া শ্রেণির (Antenio Gramei) (১৮৯১-১৯৩৭) যে পার্থক্য করেছেন, শোষণের যে ছবি দেখিয়েছেন—তা শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের লোককথায় নয়, সমগ্র বিশ্বের অসংখ্য লোকগল্পের উপজীব্য বিষয়।

□ লোককথায় হাস্যরস : মুর্শিদাবাদের লোককথায় শ্রেণিবৈষম্যের বেদনাদায়ক কাহিনিই শুধু নয়, আছে রঙ্গরসপূর্ণ লোককথার জাদুস্পর্শ। মুর্শিদাবাদের শেষপ্রান্তে অর্থাৎ তখনকার পূর্বপাকিস্তানের বেড়া ঘেঁষে ছিল চাষের জমি। চাষার ছেলে একদিন সেখানে চাষ করছিল। ঠিক তার পাশ দিয়ে জমিদার দলবল নিয়ে যাবার সময় তার কাছে এক গাঁয়ের নাম জানতে চান। চাষার ছেলে কানে ভালো না শোনায় উত্তর দিল—"আমার দুটো গোরু। একটা আমি নিজে কিনেছি আর একটা আমার শ্বশুর আমাকে দিয়েছে।" জমিদার সঠিক উত্তর না পেয়ে রেগে গিয়ে তাকে দু-ঘা দিলেন। চাষার ছেলে মার খেয়ে বাড়ি ফিরে তার বউকে খুব মারল এবং বলল—"তোর বাপ আমাকে ওই গোরুটা চুরি করে এনে দিয়েছিল।" মার খেয়ে বউ শাশুড়ির কাছে গিয়ে বলল—"শুনছেন মা। আমি তো আপনার ছেলেকে বাসি ভাতে নুন দিয়েছি। কিন্তু আমাকে মারল কেন?" শাশুড়ি বউমার কথা শুনতে না পেয়ে ভাবল বউ তার কাজে খুঁত ধরছে। সে রেগে গিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে বলল—"আমি তাঁতে সুতো সরু করি আর মোটা করি তাতে তোমার বউমার কী?" চাষাও গিন্নির কথা বুঝতে না পেরে ভাবল সে তার চাষের কাজে খুঁৎ ধরল। সে তার মেয়েকে গিয়ে বলল—"বুঝলি খুকি সারাজীবন চাষের কাজ করলাম, কেউ খুঁৎ ধরতে পারেনি, আর তোর মা বলে কিনা আমি চাষ করতে জানি না।" মেয়ে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল, সে বাবার কথা শুনতে না পেয়ে রেগে গিয়ে মাকে বলল—"আমি তো প্রতিদিন উঠোন ঝাঁট দিই। তবে আজ কেন বাবা আমার উঠোন ঝাঁট দেওয়ার খুঁৎ ধরছে।"

এই পরিবারের সকলেই কালা। আর এর আসল কারণ আষাঢ় মাসের ভরদুপুরে প্রবল বজ্রপাত। ছড়ায় তাই বলে—"লাগলে কানে তালা।/লোকে বলে 'কালা'।" (গল্পকথক আব্দুর রজ্জাক, সংগ্রহ স্থান : ঘোষপাড়া, মুর্শিদাবাদ) পল্লির সহজ-সরল-নিরক্ষর জনসমাজ এই ধরনের গল্প শুনে হাসির খোরাক জোগায়। কিন্তু খুব বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে শুনলে দেখা যায় এই পরিবারের যন্ত্রণা কত মারাত্মক। অসংগতি হাস্যরসের অন্যতম শর্ত হলেও এমন অনেক ব্যতিক্রমী অসংগতি আছে যা যন্ত্রণাদায়ক। এই গল্পে হাস্যরসের অন্তর্মূলে এমনই চরম ট্রাজেডির ছবি ধরা পড়েছে।

□ লোককথা ও মন সমীক্ষণ : অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড লোককথায় মনোসমীক্ষাগত পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন। তিনি প্রথম পুরাকাহিনি 'ঈডিপাস'কে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অব ড্রিমস্' গ্রন্থে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে আরও ব্যাপ্তি দান করেন কার্ল আব্রাহাম, কার্ল গুস্তাভ য়ুং প্রমুখ। যদিও লোককথায় এই পদ্ধতির বিচার-বিশ্লেষণকে প্রাজ্ঞজনেরা তেমন গুরুত্ব দিতে আগ্রহী নন। ড. দিব্যজ্যোতি মজুমদারের কথায়—

> মনোবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই জরুরি কিন্তু লোককথার উৎস সন্ধানে এই পদ্ধতিকে লোকসংস্কৃতিবিদেরা মেনে নেননি। তাঁদের মতে, এসব আরোপিত কষ্টকল্পিত ধারণা। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতিকে কল্পনা বিলাস আখ্যা দিয়েছেন।'

ড. মজুমদারের এই উক্তি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। 'লোককথা'য় মনস্তত্ত্বের আলোচনা দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সম্মানিত ও সমর্থিত। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মুর্শিদাবাদের একটি 'লোককথা'কে পর্যালোচনা করা যায়—

এক ছিল গোয়ালা। সে বিয়ে করেছিল পাশের গাঁয়ের এক সুন্দরী মেয়েকে। এত সুন্দর বউ গাঁয়ের আর কারও ছিল না। তাই গাঁয়ের কিছু লোক গোয়ালার প্রতি খুব হিংসা করতে লাগল। গাঁয়ের লোকের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে এক ফাঁকা মাঠে গিয়ে বাসা বাঁধল। এক বছর পর তার বউ-এর একটি সন্তান হলো।

এদিকে গোয়ালার বউ বিয়ের পর থেকেই পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। সে যে খুব শয়তান ছিল তা গোয়ালা জানতে পারলেও লোকলজ্জার ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। একদিন গোয়ালার বউ-এর মনে সন্দেহ হলো। সে ভাবল, তার স্বামী হয়তো সবই জেনে গেছে। তাই স্বামীর সামনে সে নিজেকে সতী প্রমাণ করার জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে লাগল।

এক গভীর রাতে গোয়ালা কাজ করে বাড়ি ফিরল। বাড়িতে এসেই সে অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেল। সে দেখল, তার সন্তানকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। কারণ জানতে চাইলে তার বউ বলল—"আমার সন্তান দুধ পান করতে চাইছিল। তাই আমি তার হাত বেঁধে রেখেছি। কারণ, স্তনে হাত দেওয়ার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে আমার সন্তানেরও নেই।" এই কথা শুনে তো গোয়ালা অবাক। সে ভাবলো, পেটের সন্তানকে এত্ত বড়ো কথা তাই সে এক মুহূর্ত বাড়িতে রইল না। সে দূরদেশে গিয়ে এক রাজার বাড়িতে আশ্রয় নিল। রাজার বাড়িতে অনেক গোরু দেখাশোনাই ছিল গোয়ালার কাজ। কিন্তু এখানেও তার মন টেকে না। শুধু বউয়ের কথা মনে পড়ে। একদিন রাতে গোয়ালা তার বউকে স্বপ্নে ঝাঁপ দিতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও সে বাড়ি ফিরল না, রাজার বাড়িতেই দিন কাটাতে লাগল। রাজার ছিল শখের এক বাগান। রাজা ও রানিমা রোজ আসত এই বাগানে। একদিন রাজা বাগান থেকে একটি ফুল তুলে রানিমাকে ছুঁড়ে মারতে অজ্ঞান হয়ে গেল। কোনো রকমে মাথায় জল ঢেলে জ্ঞান ফেরানো হলো বটে, কিন্তু এরপর থেকেই রানিমা অসুস্থ হয়ে পড়ল। এদিকে রাজামশাই রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বললেন—"আমার বউকে যে সারাতে পারবে আমি তাকে অর্ধেক সম্পদ দান করব।" এই কথা শুনে বহু বদ্যি, কবিরাজ এসেও রানিমার অসুখ সারাতে পারল না। রাজামশাই বড়ো চিন্তায় পড়ে গেলেন।

রাজামশাইয়ের বাড়িতে প্রায়ই এক বিশ্বাসী বৈষ্ণবধারী বামুন আসতো। কিন্তু বামুন যে ভণ্ড তা একমাত্র গোয়ালাই জানত। সে যে প্রতিদিন রানিমার ঘরে যেত তাও তার অজানা ছিল না। একদিন গভীর রাতে রানিমাকে লাঠি দিয়ে মারতেও দেখেছিল গোয়ালা। রানিমার এই মহাশয়তানি সহ্য করতে না পেরে গোয়ালা রাজমশাইকে অসুখ সারানোর প্রতিশ্রুতি দিল। তারপর গোয়ালা সকলের সামনে রানিমাকে উদ্দেশ্য করে বলল—

সতী সাজতে গিয়ে ঢের দেরি,/হস্ত বেঁধে দুগ্ধ দেয় গোয়ালের নারী।/আর ওই ভণ্ড বামুন বৈষ্ণবধারী,/তলে আসে তলে যায় সুড়ঙ্গের পথ।/রুলের বাড়িতে কিছু হয় না,/রানি মা ফুলের বাড়িতে কাত।

গোয়ালের কথা শুনে রানিমা ভয়ে সব বলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সুস্থও হলো। গোয়ালা অর্ধেক সম্পদ পেয়ে তার পরিবার নিয়ে এসে সুখে বাস করতে লাগল। আর লোকলজ্জার ভয়ে রাজাও রানি-মাকে বিদায় করল না, একসঙ্গেই থাকতে লাগল। (গল্পকথক আব্দুল সেখ, সংগ্রহ স্থান : কল্যাণপুর, মুর্শিদাবাদ) এখানে গোয়ালা প্রথমে তার স্ত্রীর প্রতি

অনিন্দ্যসুন্দর আত্মিক ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। গ্রামের লোকের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গোয়ালা তার স্ত্রীকে নির্জন ফাঁকা মাঠে নিয়ে গিয়ে বনবাস করেছে। অর্থাৎ নির্জন প্রান্তর গোয়ালার জীবনে শান্তি নয় শাস্তিস্বরূপ। এখানেই তার মানসিক বিষাদ প্রচ্ছন্ন আছে সন্দেহ নেই। এদিকে গোয়ালা স্বামীর কাছে নিজেকে সতী প্রমাণ করার জন্য সন্তানের হাত বেঁধে দুধ পান করায়। তার এই ভয়াবহ কুৎসিত কৌশল একদিকে যেমন সন্তানের প্রতি অবহেলার প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি চরম যৌনচেতনার ভয়ংকর রূপও উন্মোচিত হয়। নানারকম কৌশল অবলম্বন করে স্বামীর কাছে নিজেকে সতী প্রমাণ করা এবং একই সঙ্গে পরপুরুষের সঙ্গে যৌনসুখ মেটানোর বাসনা—এসবই যেন তাঁর বিকৃত মস্তিষ্কের ক্রিয়া। আবার তার স্ত্রীকে স্বপ্নে আগুনে ঝাঁপ দিতে দেখে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠার মধ্যেও গোয়ালার সূক্ষ্ম যৌনচেতনাকে জাগ্রত করে।

□ **নীতিকথাধর্মী লোককথা :** মুর্শিদাবাদের আপাত নিরক্ষর পল্লিমানুষ তাদের গভীর অন্তর্প্রজ্ঞায় নীতিশাস্ত্রের প্রতিটি অভয়বাণীকে আত্মস্থ করেছিলেন, যার প্রমাণ বহুলোককথায় বিদ্যমান। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য যথার্থই যুক্তিগ্রাহ্য—

> যে সকল Animal tale বা উপকথার সঙ্গে একটি নীতি বা উপদেশ সংযুক্ত থাকে, তাহাদিগকে ইংরেজিতে Fable বলা হয়। বাংলায় উহা উপকথার একটি শাখা বলিয়া নির্দেশ করিয়া নীতিকথার সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজিতে 'Aesop's Fable' সংস্কৃত সাহিত্যের 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' ইহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।*

বর্তমান বিশ্বে ঈশপের নীতিকথাই অধিক জনপ্রিয়। নীতিকথায় পশু-পাখি, জীবজন্তুদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জাতীয় বহু নীতিকথা আছে। এখানে একটি নীতিকথাধর্মী লোকগল্প উল্লেখ করা হলো—একটি ব্যাঙের বউ বাস করত নদীর ধারে। তারা দুজনেই ছিল খুব অহংকারী। তারা যখন ঘুমিয়ে ছিল সেই সময় এক মস্ত হাতি প্রায় তাদের গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। ব্যাঙের বউ রেগে গিয়ে হাতিকে বলল—

উঁচু নাকি (উঁচু নাক) কুলো কানি (কুলোর মতো কান)
ল্যাবধা ল্যাবধা পা (মোটা মোটা পা)
সে যদি চেতন (জেগে) থাকত;
তোমার অবস্থা কি হত?

ব্যাঙের বউয়ের একথা শুনে হাতিটি হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে গেল। এদিকে ব্যাঙ কিন্তু সব শুনতে পেয়েছিল। হাতির ভয়ে সে কোনো কথা বলেনি। হাতি চলে যাওয়ার পর সে তার বউকে বলল—"তোর কথায় আমি ভারি আনন্দ পেয়েছি। তবে পুরো কথাটা শুনতে পাইনি, তাই কথাটা আর একবার বল তো?" ব্যাঙের বউ তার স্বামীর পৌরুষের কথা একবার নয় বারবার বলতে লাগল। ব্যাঙ তার বউয়ের কথা শুনে আস্তে আস্তে ফুলতে লাগল। ফুলতে ফুলতে একসময় সে গেল ফেটে। অবশেষে ব্যাঙ মারা গেল। তখন ব্যাঙের বউ কাঁদতে কাঁদতে বলল—"ওগো স্বামী। তোমার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী।" স্বামীহারা হয়ে সে ওই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিছুদিন পরে হাতিটি আবার এলো ওই পথ দিয়ে। সে ব্যাঙটিকে মরে পড়ে থাকতে দেখে মনে মনে বলল—"অহংকার করলে।/ তাই তুমি মরলে॥"
(গল্পকথক মহঃ কামরুজ্জামান, সংগ্রহ স্থান : সেখপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

অহংকারের পতনই সংগৃহীত লোকগল্পের মূল বিষয়। রামায়ণ, মহাভারত, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধরনের বহু নীতিকথা ছড়িয়ে রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন—"লোককথার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন এর আবেদন সর্বজনীন।"[৭] একথা আংশিক স্বীকার্য যে, কৃষিকেন্দ্রিক জেলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো প্রবেশ করার ফলে লোকগল্পগুলি প্রায় বিলুপ্তির পথে। অনিবার্যভাবেই এখানে দেখা দিয়েছে আধুনিকতার আগ্রাসন। শিশুচিত্তে ঠাকুমা, দিদিমা, মাসি-পিসির কাছে গল্প শোনার আগ্রহ নিশ্চিহ্ন। আধুনিকতার নির্মম অভিঘাতকে অস্বীকার করা চলে না—এই সত্য স্বীকার করেই হতাশার মধ্যে আশা এবং প্রাপ্তির আলোকচিহ্নকে পাথেয় করাই সমুচিত। পরিশেষে বলতে পারি, যন্ত্রনির্ভরতা ও কৃষিনির্ভরতাকে আশ্রয় করেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত মুর্শিদাবাদে লোককথা'র রত্নভাণ্ডারটি যে, লোকসংস্কৃতিপ্রেমী গবেষকদের মূল্যবান আলোচনা ও বিশ্লেষণে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে, এই প্রত্যাশাই সমীচীন।

উৎসের সন্ধানে

১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার : 'লোককথার ঐতিহ্য', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ১-৩

২. আব্দুল খালেক : 'ফোকটেল : বঙ্গীয় প্রতিশব্দ', সৌগত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'লোককথার বর্ণমালা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ১২

৩. ওয়াকিল আহমেদ : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪৯৪

৪. দিব্যজ্যোতি মজুমদার : 'বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স', তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৩৭

৫. তদেব : পৃ. ৩৫

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসাহিত্য', এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি প্রা.লি., পঞ্চম সংস্করণ (১ম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪০

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৪ খ্রি., পৃ. ১০০